AKASHVANI(AIR)
RNU:KOLKATA
BengaliText Bulletin

Date 03-12-2025 **Time: 7.50 P.M.**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) কলকাতা হাইকোর্ট, রাজ্যে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বহাল রেখেছে। ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্বস্তির কোনো কারণ নেই বলে বিজেপি অভিমত ব্যক্ত করেছে।

২) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের সাসংদদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

৩) মোবাইল ফোনে সঞ্চার সাথী অ্যাপ প্রি ইনস্টল থাকা বাধ্যতামূলক নয় বলে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে।

৪) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকার বদ্ধপরিকর বলে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশী হাই কমিশনার জানিয়েছেন।

৫) নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস পালিত হচ্ছে।

৬) রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আগামী দু তিন দিনে আরও হ্রাস পাবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্ট, রাজ্যে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বহাল রেখেছে। দুই বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছেন, সামগ্রিক চাকরি বাতিলের জন্য অনিয়মের পর্যাপ্ত প্রমান প্রয়োজন। কিন্তু এই নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রমান সিবিআই তদন্তেও উঠে আসেনি। সেকারণেই ২০২৩ এর ১২ ই মে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় চাকরি বাতিলের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ডিভিশন বেঞ্চ আজ তাও খারিজ করে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের এই নিয়োগের ক্ষেত্রে মুল অভিযোগ ছিল, এ্যাপটিটিউড টেস্ট ছাড়াই প্রশিক্ষণহীনদের আইন বর্হিভূতভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ আজ তাদের নির্দেশে জানিয়েছে, এই নিয়োগের বিষয়ে যে সিবিআই তদন্ত হয়েছে, সেখানে মাত্র ৯৪ জনকে বেআইনিভাবে নিযুক্তির কথা জানানো হয়েছিল। ফলে অভিযোগ যেখানে প্রমানিত নয়, সেখানে ৯ বছর ধরে চাকরি করছেন এইরকম ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ায় নতুন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

শিক্ষকদের তরফে আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী এই রায় সম্পর্কে বলেছেন, এক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে বলে আদালত জানিয়েছে এবং সিবিআই তার তদন্তও করছে। কিন্তু যারা নিরপরাধ তারা কেন শাস্তি পাবেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন।

বাইট আশিস

হাইকোর্টের এই রায়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষকরা। এক মামলাকারী সায়নদীপ দে আকাশবাণীকে জানান, ৩২ হাজার শিক্ষকই যে সম্পূর্ণ দাগমুক্ত আদালতের এই রায়ে তাই প্রমাণিত হল।

বাইট সায়নদীপ

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি আজ মালদায় শিক্ষকদের চাকরি বহাল থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করে সাংবাদিকদের বলেন, বিচারব্যবস্থাকে তিনি সম্মান করেন।

বাইট মমতা

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও আদালতের রায়কে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি এই রায়কে সত্যের জয় বলে অভিহিত করেন।

ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্বস্তির কোনো কারণ নেই বলে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হয়নি, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কোনো দুর্নীতি করেন নি অথবা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের রায় ভুল ছিল তা হাইকোর্টের রায়ে কোথাও বলা হয়নি বলে তিনি দাবি করেছেন।

সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরী যায়নি, তা স্বস্তির খবর। কিন্তু আদালত বলেছে, এক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছিল। কাজেই এই নিয়ে রাজ্য সরকারের কেন এত মাতামাতি, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

বাইট সুজন

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, অভিজিৎ গাঙ্গুলী যে রায় দিয়েছিলেন তা সঠিক ছিল না হাইকোর্টের আজকের রায়ে সে বিষয়টাই সামনে উঠে এসেছে। ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পর শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু সত্যের জয় বলে যে মন্তব্য করেছেন সে প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শুভঙ্কর বাবু বলেন, তারাই নিয়ম বে নিয়ম করেছিলেন।

৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বহাল থাকার হাইকোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি (STEA) র সাধারণ সম্পাদক নীলকান্ত ঘোষ বলেছেন, ডিভিশন বেঞ্চের এই রায় মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যে দুর্নীতির রমরমা রাজ চলছে।

শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেছেন, এই রায়ের প্রেক্ষাপটে অবিলম্বে ২০১৬ এর যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন প্রমাণ নেই তাঁদের সসম্মানে পুরনো পদে পুনর্বহাল করতে হবে।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা এই রায়কে রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন।

২০১৬ সালের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডির ‘আনটেন্টেড’ বা যোগ্যদের তালিকা ৮ই ডিসেম্বরের আগে বিস্তারিত তথ্য সহ SSC-কে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে চাকরি হারানো প্রত্যেক যোগ্য প্রার্থী যাতে নতুন পরীক্ষায় আবেদনের সুযোগ পায় তা সুনিশ্চিত করতেই এই তালিকা প্রকাশের নির্দেশ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর সাংসদ জগন্নাথ সরকার জানিয়েছেন, মূলত এসআইআর প্রক্রিয়া

যাতে সঠিক ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হয়। তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা ও তদারকির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বাইট

পাশাপাশি সাংসদদের নিজস্ব এলাকায় মানুষের সঙ্গে বিশেষ করে যুব সমাজের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ জোরদার করা, সাধারণ মানুষের পাশে আরও সক্রিয়ভাবে থাকা ও জনসমস্যার দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি কিভাবে আরও কার্যকরভাবে রূপায়িত করা যায় তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

রাজ্যে দুই হাজারের বেশি বুথে ১০০ শতাংশ এনিউমারেশন ফর্ম জমা পড়ায় বিস্মিত নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট তলব করার পর এ ধরনের বুথের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে গিয়েছে। আজ বিকেলে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো সর্বশেষ রিপোর্টে জানানো হয়েছে একটিও আনকালেক্টেবেল বা অসংগ্রহযোগ্য এনুমারেশনা ফর্ম নেই রাজ্যে এমন বুথের সংখ্যা মাত্র ২৯।

নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, এসআইআরের কাজ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই হচ্ছে। আজ বর্ধমানে জেলাশাসকের দপ্তরে বৈঠকের পর তিনি জানান, রাজনৈতিক দলগুলির সংগে তাঁর আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি constituency-তে যে ইআরওরা আছেন, তাদের সঙ্গেও বিশদে আলোচনা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন দু এক দিনের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম সংক্রান্ত কাজ

অনেকটাই হয়ে যাবে। পাশাপাশি তিনি জানান, অসংগৃহীত ফর্ম ফেলে রাখা যাবে না, দ্রুত তা সিস্টেমে রেজিস্টার করাতে হবে, অথবা সেটা আন মার্ক হয়ে যাবে। তিনি জানান, কোনো বাংলাদেশী বা অন্য কোন দেশের নাগরিকের নাম যদি ভোটার তালিকায় থাকে, তাহলে তা তদন্ত করে দেখা হবে এবং নাম বাদ দেওয়া হবে।

রাজ্যের বাকি জেলার মত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় সুষ্ঠু ভাবেই চলছে এস আই আরের কাজ। তারই প্রাথমিক ধাপে এনুমেরেশন প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে। আমাদের জেলা সংবাদ দাতার একটি প্রতিবেদন।

ভয়েসকাস্ট

মোবাইল ফোনে ‘সঞ্চার সাথী’-অ্যাপ প্রি-ইনস্টল’ থাকা, বাধ্যতামূলক নয় বলে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে। দেশের নাগরিকদের মধ্যে অ্যাপটির ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত। সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে, মোবাইল ব্যবহারকারীরা চাইলেই এই অ্যাপটি ফোন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবেন। নাগরিককঅদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়া, অ্যাপটির আর কোনো কাজ নেই বলে জানানো হয়েছে।

টেলি যোগাযোগ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এখনো পর্যন্ত এক কোটি ৪০ লক্ষ ব্যবহারকারী এই অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন। প্রতিদিন দু-হাজারের মতো প্রতারণার ঘটনা চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে। গত একদিনেই ছ’লক্ষ নাগরিক অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন বলেও মন্ত্রক জানিয়েছে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও নিবীড় করতে সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকার বদ্ধপরিকর বলে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশী হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ জানিয়েছেন। কলকাতায় বণিক সভা মার্চেন্ট চেম্বার কমার্স আয়োজিত এক আলোচনা চক্রে তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে খাঁটি আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। স্পর্শকাতর কিছু দ্বিপাক্ষিক বিষয় থাকলেও দুদেশ আগামীতে যৌথ ভবিষ্যতের ধারণার দিকে অগ্রসর হতে পারবে বলে বাংলাদেশী হাইকমিশনার আশা প্রকাশ করেছেন।

নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আজ আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস পালিত হচ্ছে। এবার দিনটি পালনের মূল ভাবনা : 'বিশেষভাবে সক্ষমদের সমাজে সক্রিয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা' (Fostering disability inclusive societies for advancing social progress)।

এই উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগণার বনহুগলিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিসঅ্যাবিলিটিজ-এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বসে আকো প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এতে ভিন্ন ভাবে সক্ষম বহু মানুষ অংশ নেন। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ডক্টর ললিত নারায়ণ।

এদিকে, নদিয়ার জেলা সদর কৃষ্ণনগরে এক অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়াদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শিক্ষা সামগ্রী। সর্বশিক্ষা মিশনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, অতিরিক্ত জেলা প্রকল্প আধিকারিক প্রমুখ।

জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এক র‍্যালি ওয়েলফেরায় মোড় থেকে শুরু হয়ে

বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবার সেখানেই শেষ হয়। এতে অংশ নেয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, দিব্যাঙ্গ শিশু কিশোর ও তাদের অভিভাবক সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ।

এই উপলক্ষে এ বছর ন্যাশনাল একাডেমি অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্স (NADT) কলকাতা রিজিওনাল ক্যাম্পাস এবং প্রিন্সিপ্যাল চিফ কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল ও সিকিম রিজিয়ন ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ' একাডেমির যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান 'পার্পেল ফেয়ার' এর আয়োজন করা হয়। ।

কয়েক শো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী খেলাধুলা, সঙ্গীত পরিবেশনা, বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিযোগিতা ও ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনে অংশ নিয়ে আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করে দিনটি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল চিফ কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স সুরভী ভার্মা গর্গ, NADT-এর অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল বি সত্যনারায়ন রাজু, এবং রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরেন্দ্রপুরের প্রিন্সিপাল স্বামী একচিত্তানন্দ।

গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে গণ উন্নয়ন পর্ষদ এবং দৃষ্টিহীন শিল্পীদের সংগীত সংগঠন থির বিজুরি'র যৌথ উদ্যোগে ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাদের সংগঠনের প্রাক্তন অধিকর্তা এবং সমাজকর্মী কুহু দাস বলেন, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইন থাকা সত্ত্বেও বিশেষভাবে সক্ষমদের স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ এখনও যথাযথ নয়। অনুষ্ঠানে তিনি দিব্যাঙ্গদের স্বনির্ভরতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর রুনা বিশ্বাস বলেন, সমাজের প্রতিবন্ধকতা দূর না হলে ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষদের উন্নতি সম্ভব নয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, রাজ্য সরকার ভিন্নভাবে সক্ষমদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্ম সংস্থানের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি সেইসব মানুষজনের নিরাপত্তায় রাজ্য সরকার যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি চালু করেছে, সে কথাও উল্লেখ করেন।

রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আগামী দু-তিন দিনে আরো হ্রাস পাবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। আজ ও অনেক জায়গাতেই তা স্বাভাবিকের তুলনায় কম রেকর্ড করা হয়। দক্ষিণবঙ্গে সবথেকে কম তাপমাত্রা ছিল শ্রীনিকেতণে - ১২ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে ১ দশমিক ৩ ডিগ্রি কম।

উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রার পারদ নেমেছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের মাঝিহানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় সাড়ে ৪ ডিগ্রিরও কম ছিল।

এদিকে কলকাতায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গতকালের তুলনায় কিছুটা কম হলেও স্বাভাবিকের নিচে নামেনি।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আজ ও আগামীকাল সকালের দিকে কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে দৃশ্যমানতা কিছুটা কম থাকবে।

---------------- ----------------